সম্প্রদায় লৌকিক ও বৈদিক ভেদে দ্বিবিধ শব্দ প্রমাণ স্বীকার করেন।

সাংখ্যমতে মোক্ষ

মুক্তি সম্বন্ধে সাংখ্যমত হ'ল এই যে, আত্মা বা পুরুষে যে সুখ-দুঃখ-মোহাদি প্রাকৃতিক ধর্ম উপচারিত হয়, তার তিরোধানই হ'ল মুক্তি। এই মুক্তি-প্রাপ্তিকে সাংখ্য দর্শনে **কৈবল্য-প্রাপ্তি** বলা হয়। সাংখ্য দর্শনে কৈবল্যই পরম পুরুষার্থ।

কৈবল্যপ্রাপ্তিই মুক্তি

মহর্ষি কপিল ও অন্যান্য সাংখ্যাচার্যগণ ত্রিতাপ দুঃখভোগকে আত্মার বন্ধনের ফল বলেছেন। সকল জীবই এ সংসারে **আধ্যাত্মিক**, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখভোগ করে। শারীরিক ও মানসিক দুঃখ হ'ল আধ্যাত্মিক দুঃখ। বজ্রপাত, ভূকম্পন প্রভৃতি দৈব-দুর্বিপাক বশত জীবের যে দুঃখ হয়, তাকে বলে আধিদৈবিক দুঃখ। মানুষ ও অন্যান্য পশুপক্ষিজনিত দুঃখকে বলা হয় আধিভৌতিক দুঃখ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীব এই ত্রিবিধ দুঃখের কবলে পতিত হয়। একেই সাংখ্যমতে পুরুষের **বদ্ধাবস্থা** কিংবা সংসারদশা বলা হয়েছে।

জীবের বন্ধন

যুগে যুগে মানুষ দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে নানা উপায় উদ্ভাবন করেছে। মুনি-ঋষিগণ ধ্যান ও উপলব্ধির মাধ্যমে মুক্তির যে সকল উপায়ের সন্ধান পেয়েছেন সেগুলি নানা দর্শনশাস্ত্রে কথিত হয়েছে। মুনি-ঋষিগণ দুঃখ থেকে পরিত্রাণের কোন 'আপাত' উপায় উদ্ভাবনে নিজেদের নিযুক্ত করেন নি। তাঁদের লক্ষ্য ছিল দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি। ঔষধ সেবনে রোগাদিজনিত দুঃখ

ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ-এর বিবেকজ্ঞানই মুক্তির উপায়

থেকে সাময়িকভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ঔষধ সেবনে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। সুষুপ্তিতে যে দুঃখের নিবৃত্তি, তাও আত্যন্তিক নয়। পুনর্জাগরণে পুনরায় সেই দুঃখভোগ শুরু হয়। যাগাদি ক্রিয়া এবং দৃষ্ট ও লৌকিক কোন উপায় দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি দিতে পারে না। সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় নির্দেশ করতে বলেছেন, 'ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ'। 'ব্যক্ত' হ'ল পরিণামপ্রাপ্ত সূক্ষ্ম ও স্থূল পদার্থসমূহ, 'অব্যক্ত' হ'ল প্রকৃতি এবং 'জ্ঞ' হ'ল পুরুষ। এই ত্রয়ের বিবেক জ্ঞান বা ভেদজ্ঞানই সর্ববিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। অপরদিকে ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ—এই ত্রয়ের অবিবেক বা অভেদজ্ঞানই জীবের সর্ববিধ বন্ধনজনিত দুঃখের হেতু।

সাংখ্যমতে মুক্ত আত্মার স্বরূপ বা কৈবল্যাবস্থা বর্ণনাতীত। পুরুষের আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠাই হ'ল কৈবল্য। পুরুষ স্বরূপত নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব। সুতরাং স্বরূপত পুরুষ বদ্ধ হয় না, আবার মুক্তও হয় না। বুদ্ধির ধর্ম যখন পুরুষে প্রতিফলিত হয়, তখন অবিদ্যাবশত পুরুষ নিজেকে কর্তা বা ভোক্তা বলে মনে করে। একেই পুরুষের **বন্ধনদশা** বলে। পুরুষ যখন অবিদ্যামুক্ত হয়ে চৈতন্য স্বরূপে অবস্থান করে, তখন সেই পুরুষের অবস্থাকে বলা হয় মুক্তাবস্থা। বিবেকজ্ঞানহীন অবিদ্যাগ্রস্ত পুরুষ নিজেকে বুদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন মনে করে এবং বুদ্ধির বৃত্তিকে নিজের বৃত্তি বলে গ্রহণ করে। এর ফলে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সুখ-দুঃখাদি পুরুষে আরোপিত হয়।

পুরুষ স্বরূপত মুক্ত। বুদ্ধির সুখাদি পুরুষে আরোপিত হয় মাত্র

সাংখ্যমতে বিবেকজ্ঞানের দ্বারা সূক্ষ্মতম ভেদ লক্ষিত হয়। ক্ষণে যে পরিণাম হয়, তাই সূক্ষ্মতম ভেদ। বিবেকজ্ঞান এইরূপ সূক্ষ্মতম ভেদের জ্ঞান। ব্যক্ত, অব্যক্ত ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান উক্ত ত্রিতত্ত্বের স্বরূপকে প্রকাশ করে। এর ফলে পুরুষের স্ব-স্ব রূপে অবস্থান হয় এবং পুরুষ কৈবল্য বা মোক্ষ লাভ করে। অপরোক্ষ বিবেকজ্ঞানের দ্বারা পরমপুরুষার্থ কৈবল্য লাভ হয় বলে এই জ্ঞান **ঐকান্তিক** জ্ঞান। আবার সকল দুঃখের নিবর্তক বলে এই জ্ঞান **আত্যন্তিক**। যমনিয়মাদি সাধ্য বলে এই জ্ঞান **শুদ্ধ** এবং এর দ্বারা লব্ধ মুক্তি অবিনাশী বলে এই জ্ঞান **অক্ষয়**। প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হ'লে বুদ্ধি-ধর্ম পুরুষ থেকে অপসৃত হয়। এই অবস্থায় পুরুষের সুখ, দুঃখ ও মোহ কিছুই অনুভূত হয় না। আত্মার এই শুদ্ধাবস্থাই সাংখ্যশাস্ত্রে **মোক্ষাবস্থা** বা **কৈবল্যাবস্থা** বলে পরিচিত। সাংখ্যা মতে **জীবন্মুক্তি** ও **বিদেহমুক্তি**—দ্বিবিধ মুক্তিই স্বীকৃত। দেহের বর্তমানে

বিবেকজ্ঞান, ঐকান্তিক, আত্যন্তিক, শুদ্ধ ও অক্ষয়

জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি

বন্ধনের মূলোচ্ছেদ হ'লে জীবের যে মুক্তিলাভ হয়, তাই জীবন্মুক্তি। জীবন্মুক্তিতে জীবের সূক্ষ্ম সংস্কার বর্তমান থাকে। দেহের বিনাশে এই সংস্কারের বিনাশ হয়। সকল প্রকার সংস্কারমুক্ত পুরুষের স্বরূপে অবস্থানই বিদেহমুক্তি বা পরম কৈবল্যাবস্থা।

মুক্তপুরুষ উদাসীন, অসঙ্গ ও নির্বিকার

মুক্তাবস্থায় পুরুষের দৃষ্টি স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হয়। বুদ্ধির সঙ্গে সে আর নিজেকে অভিন্ন বলে মনে করে না। সাংখ্যকারিকাকার এই অবস্থাকে বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, "প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদস্থিতঃ স্বচ্ছঃ"। প্রকৃতি তখন আর পুরুষকে স্পর্শ বা প্রভাবিত করতে পারে না। দর্শকের ন্যায় পুরুষ তখন উদাসীন, অসঙ্গ ও নির্বিকার। বিবেকজ্ঞান, সাধনবল ও সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানের দ্বারা জীব এইরূপ মোক্ষাবস্থা লাভ করে।